যুগান্তর

তারিখ ... 2 4 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি

বিলম্বে হইলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মুক্তিদানের ঘটনায় সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিবে। তাহাদের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য ক্যাম্পাসে শিক্ষক-ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাইতেছিলেন। গতকাল একটি মামলায় আটক কয়েকজন ছাত্রকেও জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সরকারের তরফে বলা হইয়াছিল, তাহাদের বিষয়টিও সহানুভূতির সহিত দেখা হইবে। একই মামলায় আরও কয়েকজন ছাত্র গ্রেফতার এড়াইয়া চলিতেছে। সরকার এখন তাহাদের বিরুদ্ধে দায়ের মামলাটি প্রত্যাহার করিলে পলাতকরাও রেহাই পায়। জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা সেইরূপ দাবিই জানাইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন মহল হইতে ক্যাম্পাসের ঘটনায় শিক্ষক-ছাত্রদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহারেরই দাবি জানানো হইতেছিল। সরকার সেই ধারায় অগ্রসর না হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করে। ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তিদানের প্রক্রিয়াও হয় কণ্টকিত। উহা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। সরকার কয়েক মাস ধরিয়াই বলিতেছে— বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টি ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেই ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহা ছিল বিচ্ছিন্ন ও অনাকাঙ্ক্ষিত। ঘটনা অতঃপর ক্যাম্পাসের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িলেও উহাতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বা ছাত্রদের কোন চক্রান্তমূলক ভূমিকা ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনও এইরূপ পর্যবেক্ষণই তুলিয়া ধরে। সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তিদানের পক্ষেই মত দিয়াছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান। উহার পরও মুক্তিদানের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত না হইয়া বিষয়টি বিচার ও রায় পর্যন্ত প্রলম্বিত হইয়াছে। ঘটনাধারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায়ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে সরক আদালতে রায় হইবার পর রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষক মু পাইয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সেই পন্থা অনুসৃত হইয়াছে। উহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মনে ক্ষত থাকিয়া যাওয়া স্বাভাবিক পরিস্থিতি পরে নৈরাজ্যের দিকে চলিয়া গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা কি পক্ষই লইয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পরও শিক্ষকগণ আন্দোলনকারী ছাত্রদের সমাবেশে কথা বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা জাতির নিকট বিশেষভাবে সম্মানি তাহাদের রহিয়াছে স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি ও প্রভাব। এই কারণেও সকলে আশা করিয়াছিলে ক্যাম্পাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আসিবার পর সরকার বিষয়টির সম্মানজনক নিষ্পত্তিতে আসিবে। এই ক্ষেত্রে মামলা প্রত্যাহারই ছিল শ্রেষ্ঠ পন্থা। অনেক পরে বেশ কিছু মা প্রত্যাহার করা হইলেও দুইটি মামলায় রায় ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছে সরকার একটিতে তাহাদের কয়েকজনের সাজা হওয়ায় রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে মুক্তিদানের প্রক্রিয় যাইতে হইয়াছে সরকারকে। আইন মন্ত্রণালয় অবশ্য বিষয়টির ত্বরিত নিষ্পত্তিতে ভূমি রাখিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আটক শিক্ষক বা তাহাদের পরিবারের পক্ষ মার্সি পিটিশন করিতে হয় নাই। তাহাদের মুক্তিদানে সরকার নিজেই উদ্যোগী হইয়া দেখিয়া বুঝা যায়, বিষয়টি তাহারা গুরুত্বের সহিত লইয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির কোনরূপ অবনতি ঘটিতে না দেওয়াও সরকারের বিবেচনায় ছিল নিশ্চয়ই শিক্ষকদের মুক্তির পরদিনই আদালত হইতে পাঁচ ছাত্রের জামিন লাভের ঘটনাও ইঙ্গি হইয়াছে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে উহার প্রভাব থাকিবে বলিয়া মনে করি। শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে নানা কর্মসূচি পালনের ফলে ক্যাম্পাসে করিতেছিল অস্থিরতা। উহার দ্রুত অবসানই কাম্য। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে মুক্তি শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর আর কোনরূপ হয়রানি না হইবার বিষয়টি এখন সরকারকে নিশ্চিত করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাজা মওকুফের পর শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা না হইবার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। ক্যাম্পা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর দুই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষক-ছাত্রদের ব্যাপ সহানুভূতিশীল ও সক্রিয় ভূমিকা লয় নাই বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। এই কারণে ব সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের দূরত্ব সৃষ্টি হইয়া থাকিলে উহা দূর করিতে রাষ্ট্রপতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র এবং কর্মচারীর সাজাও মওকুফ করিয়াছেন। তাহাদের শিক্ষা এবং কর্মজীবনও যেন নির্বিঘ্ন থাকে। নিম্ন আদালত ক সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষকের পক্ষে আপিল করা হইবে বলিয়া জা হইয়াছে। রায়ে অসন্তুষ্ট হইলে যেই কেহ উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হইতে পারেন। বেকসুর খালাসের পর অপর মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাজা হইবা অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও বলিয়াছেন— এই না হইলেই তিনি খুশি হইতেন। খুশি হইতাম আমরা সকলেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার নিষ্পত্তি হইতে শিক্ষার অনেক কিছু রি এইরূপ ঘটনা হইতে সরকার এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্টরাও শিক্ষা লইতে পারেন। অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকারের অতঃপর উচিত হইবে অকারণ জটিলতা ও বিতর্ক এ এবং সকল বিরোধের ক্ষেত্রে দ্রুত ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ প্রশস্ত করা। উহা সুষ্ঠু পরিচালনা এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগও বাড়াইবে।